Cosmo School

নবম ও দশম শ্রেণি

বাংলা ১ম পত্র

‘বই পড়া’

১. ‘বই পড়া’ প্রবন্ধে কোন ব্যবসার কথা বলা হয়েছে?

২. প্রমথ চৌধুরীর সাহিত্যিক ছদ্মনাম কী?

৩. কীসের ফল হাতে হাতে পাওয়া যায় না?

৪. কীসের মাধ্যমে দেশ বেশি উপকৃত হবে?

৫. দাতাকর্ণ কে?

৬. কীসের নগদ বাজারদর নেই?

৭. দেহকে বাঁচিয়ে রাখতে কী দরকার?

৮. কে জ্ঞান পিপাসাকে জ্বলন্ত করেন?

৯. কীসের সৃষ্টি মন সাপেক্ষ?

১০. কী সংক্রামক?

১১. মানুষের প্রাণ-মনের সম্পর্ক যত হারায় ততই তা কী হয়?

১২. কারা স্বীয় শক্তি ও রুচি অনুযায়ী আত্মার রাজ্যে জ্ঞানের পথে এগিয়ে যেতে পারে?

১৩. মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ শখ কোনটি?

১৪. শিক্ষার সর্বপ্রধান অঙ্গ কী?

১৫. পুরো মনটার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় কোথায়?

১৬. কোথায় দর্শনের চর্চা হয়?

১৭. নীতির চর্চা কোথায় করতে হয়?

১৮. আজকের বাজারে কোনটির অভাব নেই?

১৯. বিদ্যার সাধনা কাকে অর্জন করতে হয়?

২০. ‘বই পড়া’ প্রবন্ধে লেখক লাইব্রেরিকে কীসের ওপর স্থান দিয়েছেন?

২১. মনের দাবী রক্ষা না করলে কী বাঁচেনা?

২২. কাব্যামৃতে আমাদের অরুচি ধরেছে কেন?

২৩. ‘ভারেও ভবানী’ অর্থ কী?

১. মানব সভ্যতার ক্রমঅগ্রগতির ধারায় মানুষের অর্জিত জ্ঞান, মহৎ অনুভব সঞ্চিত হয়ে থাকে গ্রন্থাগারে। এর মাধ্যমে পূর্বপুরুষের জ্ঞান সঞ্চারিত হয় উত্তরপুরুষের কাছে। তাই জ্ঞানচর্চা, জ্ঞান অন্বেষণ ও গবেষনার ক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। গ্রন্থাগার হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের বইয়ের শ্রেণীবদ্ধ সংগ্রহশালা। সব ধরনের জ্ঞানের একত্র সমাবেশ ঘটিয়ে জ্ঞানচর্চার প্রসারে ধারাবাহিক ও স্থায়ী ভূমিকা পালনের জন্য লাইব্রেরির সৃষ্টি। আর বই প্রসঙ্গে বিখ্যাত পারস্য দার্শনিক ওমর খৈয়ামের বক্তব্য হলো-'রুটি মদ ফুরিয়ে যাবে, প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে আসবে, কিন্তু বইখানা অনন্ত যৌবনা। যদি তেমন বই হয়'।

ক) বিদ্যা অর্জনের ক্ষেত্রে গুরু কী? ১

খ) 'মনের দাবি রক্ষা না করলে আত্মা বাঁচে না। ব্যাখ্যা কর। ২

গ) উদ্দীপকে 'বই পড়া' প্রবন্ধের যে দিকের ইঙ্গিত রযেছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ) 'রুটি মদ ফুরিয়ে যাবে, প্রিয়ার কালো চোখ ঘোলাটে হয়ে আসবে, কিন্তু বইখানা অনন্ত যৌবনা। যদি তেমন বই হয়'। 'বই পড়া' প্রবন্ধের আলোকে উক্তিটির যৌক্তিক মুল্যায়ন কর। ৪